দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোকে অস্ত্রমুক্ত করা হোক

গত ২রা মার্চ সংবাদ-এ প্রকাশিত জনৈক ছাত্রের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোকে অস্ত্রমুক্ত করা হোক সংক্রান্ত পত্রটির সাথে আমিও একমত। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে জেনেও না জানার ভান করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে পুলিশ তল্লাশি করে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে। যার ফলে নাটকীয় ঘটনা ঘটে যাবার পরেও ক্যাম্পাসে শান্ত পরিবেশ ফিরে এসেছে। অতীতেও দেখা গেছে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহায়তা নিয়ে ক্যাম্পাস অস্ত্রমুক্ত করেছে। যার জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হয়নি এবং অভিভাবকগণ রয়েছে মোটামুটি চিন্তামুক্ত। এই দিক দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে শান্ত পরিবেশ বজায় আছে (অশান্ত থাকলেও) বলে বড় বড় বিবৃতি দিতে জানেন।

১৯৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বর একটি রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে গেল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই ঘটনার নায়ক ছিল শিবিরের গুণ্ডারা। এরপর হতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্ত অবস্থা বিরাজ করছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বাক-স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই। খুব ভীতির মধ্য দিয়ে হলে অবস্থান করতে হয়। এদিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদেরকে হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অনেকে শহরে থেকে শেষ বর্ষের পরীক্ষা দিয়ে গেছে। অনেকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেনি। কারণ, তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা। পূর্বে প্রত্যেক হলে পারস্পরিক বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিবির সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য সেটা সম্ভব হয়েছে হল প্রাধ্যক্ষ এবং আবাসিক শিক্ষকগণ তাদের অনুগামী হওয়াতে। তাদের উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক রুমে একটি করে সিট দখল করবে। হল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এটা এড়াতে পারেন। টেলিভিশনে নাটক, সিনেমা দেখার সময় হঠাৎ করে তারা এসে বন্ধ করে দেয়। সাধারণ ছাত্রদের এর কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। কোন উপলক্ষে চাঁদা তুলতে এলে প্রগতিশীল ছাত্রদের কাছ থেকে জোরপূর্বক টাকা আদায় করে নেয়। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৭৫জন প্রগতিবাদী ছাত্রকে এরা মানসিক অথবা দৈহিকভাবে নির্যাতন করে হল থেকে বের করে দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বেও শাহ আমানত হলের মশিউর নামক একজন ছাত্রকে সেই সশস্ত্র গুণ্ডারা দৈহিক ভাবে নির্যাতন করেছে। এসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। এভাবে দিনের পর দিন বহু ঘটনার জন্ম দিয়ে চলেছে।

মোটের ওপর আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫% ছাত্রছাত্রী একটি সন্ত্রাসবাদী ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রের ঝন-ঝনানিতে সদা সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত।

অতএব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা এই যে, ছাত্র-ছাত্রীদের কষ্টের কথা চিন্তা করে ক্যাম্পাসে একটা সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে হল গুলোতে পুলিশী তল্লাশি চালানো হোক এবং ছাত্র নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক।

শাহজালাল হলের
জনৈক ছাত্র
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সার্টিফিকেটের ইংরেজী ভার্সনে মাত্রাতিরিক্ত ফি আদায় প্রসঙ্গে

সেদিন জরুরী প্রয়োজন বশতঃ আমার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল (বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত) সার্টিফিকেট এবং মার্কশীটের ইংরেজী ভার্সান সংগ্রহের জন্য ঢাকা বোর্ড অফিসে যেয়ে অবাক হই। বোর্ডের নিয়ম হল প্রতি কপি ইংরেজী ভার্সন কপির জন্য ৭৫ টাকা জমা দিতে হবে ব্যাঙ্ক চালান বা ড্রাফটের মাধ্যমে এবং সাথে সাথে বাংলা (বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত) কপি ফেরত দিয়ে কম-বেশী বিশ-ত্রিশ দিনের মধ্যে ইংরেজী ভার্সনের কপি পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, কেন এই মাত্রাতিরিক্ত টাকা গ্রহণ এবং অহেতুক বিলম্ব? সাধারণতঃ বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বা চাকরির প্রয়োজনেই প্রার্থীরা ইংরেজী ভার্সনে কপি পেতে চায় এবং ত্বরিৎ সময়ে। যে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি বাংলা কপি জমা দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে নতুন সার্টিফিকেট বা কাগজে লেখা তার জন্য এত বেশী টাকা দিতে হবে কেন? ৪ কপির জন্য ব্যাঙ্ক ড্রাফটসহ মোট দাঁড়ায় (৭৫ ৫ ৪ = ৩২০) তিনশত কুড়ি টাকা। এটা কি অযৌক্তিক নয়? তারপর নিয়ম হওয়া উচিত বাংলা কপি গ্রহণের সাথে সাথে শুধুমাত্র লিখন এবং পর্যবেক্ষণের জন্য সবচেয়ে বেশী হলে সাত দিন সময় নেয়া।

আশা করি বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নজর দিবেন এবং ভুক্তভোগীদের কষ্ট ও অনর্থক শ্রম অপব্যয় থেকে মুক্তি দিবেন।

মোঃ মশিউর রহমান
৭৭, পশ্চিম রামপুরা,
ঢাকা-১২১৭।